RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, সংখ্যা: ১, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৩ জানুয়ারি - ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 27, Issue: 1, Cooch Behar, Friday, 13 January - 26 January, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

বন্দে ভারত নিউ কোচবিহার থেকে চালাবার দাবী উঠছে কোচবিহারে

পার্থ নিয়োগী: আশা ছিল বন্দে ভারত হাওড়া থেকে চলবে নিউকোচবিহার পর্যন্ত। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হল না কোচবিহারবাসীর। অথচ এনজেপি থেকে নিউ কোচবিহার পর্যন্ত ট্রেনটি চলার দরকার ছিল বেশি। এমত অবস্থায় কোচবিহারের বিভিন্ন মহল থেকে দাবী উঠছে বন্দে ভারত ট্রেনটিকে নিউ কোচবিহার থেকে চালাবার। রাজ্য সরকারী কর্মী প্রতিম চৌধুরীর মতে অফিসের কাজ থেকে শুরু করে চিকিৎসা সবেতেই মাঝেমধ্যেই কলকাতা ছুটতে হয় কোচবিহারবাসীর। তাই এই ট্রেন নিউকোচবিহার থেকে চললে সমস্ত কোচবিহারের মানুষের সুবিধা হবে। সময় কমের পাশাপাশি একটা ট্রেনের সংখ্যাও এতে বাড়বে। একই কথা পেশায় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী তাপস বর্মনের। তার কথায় এনজেপি থেকে দ্রুতগতির শতাব্দী তো আছেই। সেসাথে আছে বাগডোগরা বিমানবন্দর। ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি অনেক এগিয়ে। আমাদের এখানে বিমান চলাচল বন্ধ। তাই বন্দে ভারতের মত সেমিহাইস্পিডের ট্রেন চালু হলে কোচবিহারের অনেক সুবিধা হবে। ইতিমধ্যেই কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতির তরফে রেলমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠান হয়েছে বন্দে ভারতকে নিউ কোচবিহার থেকে চালাবার জন্য। সামাজিক মাধ্যমেও কোচবিহারের বহু মানুষ বন্দে ভারতকে নিউ কোচবিহার থেকে চালুর আবেদন জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই নাটাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক মিহির গোস্বামী রেলমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বন্দে ভারত ও শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনদুটিকে নিউ কোচবিহার বা নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে চালাবার কথা বলেছেন। তবে আশার বাণী শুনিয়েছেন কোচবিহারের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক তিনি জানান তিনি এই বিষয়ে রেলমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। রেলমন্ত্রী তাকে বলেন এই বছর থেকেই বন্দে ভারত ও শতাব্দী এই দুটো ট্রেনই নিউ কোচবিহার থেকে চলবে। আপাতত কোচবিহারের মানুষের কাছে এখন শুধুই অপেক্ষা বন্দে ভারত এর জন্য।

প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল তৃণমূল জেলা জুড়ে

পার্থ নিয়োগী: সারা রাজ্যের সাথে তুমুল উদ্দীপনায় তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মদিন পালন করা হল কোচবিহারেও। শহরের নুতনবাজার এলাকায় দলীয় কার্যালয়ে কর্মীদের সাথে নিয়ে রাত ১২ টার সময় কেক কেটে দলের জন্মদিন পালন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এদিন সকালে দলের তরফে মারুগঞ্জ থেকে ডাউয়াগুড়ি অবধি রেড রোসের উদ্বোধন করেন। দলের আরেক প্রবীণ নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ এদিন তার রেলঘুমটিতে বাড়ি সংলগ্ন পার্টি অফিসে ও শুকটাবাড়িতে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। কোচবিহার শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে এদিন দলের তরফে দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অন্যদিকে দিনহাটায় দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের নতুন পার্টি অফিস উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। দিনহাটার অলোক নন্দী ভবনে দলের জন্মদিনের মূল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। এখানে উদয়ন গুহের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পুরসভার পুরপতি গৌরীশংকর মাহেশ্বরী, উপপুরপতি সাবির সাহা চৌধুরী। তুফানগঞ্জেও দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনের পর দলের তরফে তুফানগঞ্জ শহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধর, তুফানগঞ্জ পুরসভার পুরপতি কৃষ্ণা ঈশোর এবং উপপৌরপতি তনু সেন। মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে দলের জন্মদিন উপলক্ষে দলের নেতা ও কর্মীরা হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করেন। হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে এদিন ফল বিতরণ করে দলের ব্লক কিষাণ ক্ষেতমজুর এবং শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা।

উৎসাহ উদ্দীপনায় ইংরেজি নতুন বছরকে স্বাগত জানাল কোচবিহারের মানুষ

পার্থ নিয়োগী: কথায় আছে হুজুকে বাঙালি। সে বাংলাই হোক কিংবা ইংরেজি নববর্ষ। উৎসব পালনে তার জুরি মেলা ভার। তার ওপর অতিমারির কারণে দু'বছর উৎসব পালন করা সম্ভব হয়নি। তাই এবার ষোল আনা উৎসব পালন করে ইংরেজি নববর্ষ পালন করে দু'বছরের ঘাটতি মেটাবার ছাপ সবখানে। বর্ষশেষের দিনের শুরু থেকেই রাজনগরের মানুষ যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ল নতুন বছরের আগমণকে স্মরণীয় করে রাখতে। কোচবিহার শহরের প্রতিটি প্রান্তেই ছিল বর্ষশেষের রাতে পিকনিকের ব্যবস্থা। কোচবিহার নিউটাউন ইউনিটের তরফে স্থানীয় ছোট-বড় সকলকে নিয়ে আয়োজন করা হয় জমজমাট পিকনিকের। পিকনিক চলাকালীন ঘড়ির কাটায় রাত বারোটা হতে বাজি ফাটিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানান ক্লাবের সদস্যরা। আবার ঐতিহ্যবাহী এমজেএম ক্লাবকে আলোয় সাজানো হয়। বর্ষশেষের দিন থেকেই শহরের রেস্তোরাগুলোয় বর্ষবরণের জন্য স্পেশাল মেনুর ব্যবস্থা করেছিল। নতুন বছরের সকাল থেকেই শহরের ঘুম ভাঙ্গে উৎসবের মেজাজে। সকাল থেকেই পিকনিকে যেতে দেখা যায় বহু মানুষকে। তবে শহর লাগোয়া শালবাগানে পিকনিক নিষিদ্ধ হবার ফলে অনেকেই বলরামপুরের কালজানি নদীর চর ও কোচবিহার শহরের তোর্সা নদীর চরে পিকনিকের আয়োজন করে। মদনমোহন মন্দিরে অন্যদিনের তুলনায় নতুন বছরের প্রথমদিনে ভক্তসমাগম ছিল অনেক বেশী। কোচবিহারের পাশাপাশি বাইরের থেকেও প্রচুর মানুষ এদিন রাজবাড়ি দেখতে আসেন। এদিন রাজবাড়িতে দশ হাজার টিকিট বিক্রি হয়। একই ছবি দেখা যায় নরনারায়ণ পার্কেও। প্রচুর মানুষ এদিন ছুটি কাটাতে আসেন এই পার্কে। পার্কের টিকিট কাউন্টারের সামনে এদিন বিশাল লাইন ছিল। মাথাভাঙার তেকুনিয়া ইকো পার্কে এদিন পিকনিক করতে ৫৩ টি পার্টি এসেছিল। মাথাভাঙ্গার আমবাড়ি পিকনিক স্পটেও ছিল বিশাল ভিড়। দিনহাটার গোসানিমারি রাজপাট চত্বরেও বছরের প্রথম দিনে প্রচুর মানুষের দেখা মেলে। তুফানগঞ্জের রসিকবিলে এত ভিড় হয় যে মূল প্রবেশপথের পাশাপাশি আরও কয়েকটি প্রবেশপথ খুলে দেওয়া হয়। মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা, জয়ী সেতু দেখতেও বিশাল জনসমাগম হয় এদিন। সন্ধ্যার ছবিটা আবার একটু অন্যরকমের। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত শহরাঞ্চলে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। তবে প্রশংসা করতে হয় কোচবিহার জেলা পুলিশের। ৩১ ডিসেম্বর সকাল থেকেই পুলিশের ছিল করা নজরদারি। বর্ষবরণের রাতে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন ছিল পুলিশ । পুলিশের তরফে নাকা চেকিং এর ব্যবস্থাও ছিল। বর্ষশেষের সন্ধ্যার থেকেই শহরের বিভিন্ন হোটেল, বার, রেস্তোরাগুলিতে করা নজরদারি ছিল পুলিশের। মহিলাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে উইনার্স টিমের ছিল টহলদারি। সব মিলিয়ে শান্তিতেই উৎসাহ উদ্দীপনায় কোচবিহার স্বাগত জানাল ইংরেজি নতুন বছরকে।

প্রয়াত মদনমোহনের পূজারি হরগৌরী মিশ্র

বিশেষ সংবাদদাতা: চলে গেলেন কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন মন্দিরের মূল পূজারি হরগৌরী মিশ্র। গত ২৯ ডিসেম্বর দুপুরে কোচবিহার শহর সংলগ্ন টাকাগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের শুনশুনি বাজার এলাকায় তার নিজ বাসভবনে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, দুই কন্যা, তিন পুত্রকে। ১৯৬৩ সালে তিনি মদনমোহন মন্দিরের পুরোহিতের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কাজে যোগ দেবার পর থেকেই তিনি মূল মদনমোহনের পুজো করতেন। এই কারণে তিনি সারা কোচবিহারে মদনমোহনের পূজারি নামে পরিচিত ছিলেন। আজ থেকে ১৭ বছর আগে তিনি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও আবার চুক্তি হিসেবে তিনি কাজে যোগ দেন। তার প্রয়াণে সমস্ত কোচবিহার জেলা জুড়েই শোকের ছায়া নেমে আসে। তার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে মদনমোহন মন্দিরের সামনে নামানো হয়। সেখানে তাকে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের আধিকারিকরা ও কর্মীরা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। হরগৌরী মিশ্রের মৃত্যুতে কোচবিহারের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি হল।

নিয়োগপত্র পেয়ে অবশেষে শিক্ষক হওয়ার স্বপ্নপূরণ হল দুই কৃষক পরিবারের ছেলের

ধূপগুড়ি: কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষচরু গ্রামের কৃষক পরিবারের বড় ছেলে প্রভাত সরকারের স্বপ্ন অবশেষে সফল হল। ৬ জানুয়ারি কলকাতায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাউন্সেলিং শেষে নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক হিসেবে সুপারিশপত্র হাতে পেয়ে অবশেষে শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হল তাঁর। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের ইচ্ছেগঞ্জ হাইস্কুলের শিক্ষক হিসেবে এদিন তাঁর সুপারিশপত্র হাতে তুলে দিলেন এসএসসি কর্তৃপক্ষ। সেইসাথে শেষ হল ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া হার না মানা লড়াই।

প্রভাত যেদিন নিয়োগপত্র পেলেন সেদিন ৬৬৩ দিন পার করল চাকরি প্রার্থীদের ধর্না। কিন্তু নিয়োগপত্র নিয়ে আনন্দে বাড়ি ফেরার বদলে তাঁর মাথায় ঘুরছে ২০১২ সালে বিএড করতে গিয়ে বন্ধক রাখা পরিবারের দুই বিঘা জমি মুক্ত করার চিন্তা।

এদিকে প্রভাত যখন সুপারিশপত্র নিয়ে কয়েক বছরের লড়াই জিতে বাড়ি ফিরছেন ঠিক তখন ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের ঝাড়শালবাড়ির ক্ষিতেন্দ্রনাথ রায় সুপারিশপত্র নিয়ে পাড়ি দিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরপাড় হাইস্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে। বলাবাহুল্য, ৪০ শতাংশ দৃষ্টি শক্তিতে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যে লড়াইটা ক্ষিতেন্দ্র একদা শুরু করেছিলেন প্রকৃত অর্থে এদিন তা ইতিহাস হয়েই শেষ হল। নিয়মিত খোঁজখবর রাখলেও চোখের সমস্যা ও বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে চাষ-আবাদ করে সংসার চালানোর দায়িত্ব তাঁর ওপর থাকায় তিনি কলকাতার ধর্না মঞ্চে সামিল হতে পারেননি।

২০০৫ সালে ধূপগুড়ির সুকান্ত কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক হন ক্ষিতেন্দ্র। এদিন নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে ক্ষিতেন্দ্র বলেন, গত কয়েক বছরে চোখের অবস্থাটা আরও খারাপ হয়ে গেছে। প্রয়োজন থাকলেও চিকিৎসা করানোর মত সামর্থ ছিল না।

প্রভাত ও ক্ষিতেন্দ্র ছাড়াও নিয়োগপত্র হাতে পেলেন উত্তরবঙ্গের আরও তিনজন চাকরিপ্রার্থী। তবে এই তিনজনের মধ্যে দুইজন আগে থেকেই প্রাথমিক শিক্ষক ও একজন গ্রামপঞ্চায়েত অফিসে কর্মরত ছিলেন।

বিজেপি ছেড়ে পাঁচ সদস্যের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান

কোচবিহার: বিজেপির দখলে থাকা অন্দরাম ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে তৃণমূলের দখলে। অন্দরাম ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধরনি কান্ত বর্মন সহ ৫ জন পঞ্চায়েত সদস্য আজ তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের হাত ধরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। অন্দরাম ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ৯ জন পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ পাঁচজন পঞ্চায়েত সদস্য গত এক মাস আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিল। আজ ফের বিজেপি ছেড়ে এই পাঁচজন সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করায় পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে অন্দরাম ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত।

কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হল আয়ুষমেলা

বিশেষ সংবাদদাতা: ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতেই গত ৪ জানুয়ারি থেকে ৬ জানুয়ারি কোচবিহার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কোচবিহার জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারীক করণ আয়ুষ শাখার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হল ৩ দিনব্যাপী আয়ুষমেলা। কোচবিহারে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হল এই মেলা। ৪ জানুয়ারি এই মেলার উদ্বোধন করেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। তিনদিন ধরে এই মেলায় বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্যশিবির করেন ও ঔষধ

প্রদান করেন। মেলায় নিখরচায় রক্তচাপ মাপা হয় ও সুগার পরীক্ষাও করা হয়। সেইসাথে আয়ুষের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। যোগ ও প্রাণায়ম প্রদর্শনের পাশাপাশি প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। বিভিন্ন ঔষুধি গুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ সর্ম্পকে আলোচনা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আয়ুষ বিষয়ে বসে আঁকো এবং কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় আয়ুষ মেলায়। মেলার তিনদিনই প্রচুর মানুষ আসেন কোচবিহারের বুকে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হওয়া আয়ুষমেলায়।

বিশ্ব ব্রেইল দিবস পালিত হল কোচবিহারে

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ৪ ঠা জানুয়ারি ছিল বিশ্ব ব্রেইল দিবস। উল্লেখ্য দৃষ্টিহীনদের জন্য বিশেষ ব্রেইল লিপির প্রতিষ্ঠাতা লুই ব্রেইল এর জন্মদিন টি.কে বিশ্ব ব্রেইল দিবস বলে পালিত হয় সারা বিশ্বে। এবছর ছিল লুই ব্রেইলের ২১৪ তম জন্মদিন। আর লুই ব্রেইলের জন্মদিন পালন করল এক্স স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্লাইন্ড। খাগড়াবাড়ি পরেশ কর চৌপথি এলাকায় এদিন লুই ব্রেইলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাবার পাশাপাশি তাঁর জীবনী আলোচনার আয়োজন করা হয়। ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। সংগঠনের সদস্য ধনঞ্জয় দাস বলেন 'তাঁর জন্মদিবসটি যাতে এখানে বিশ্ব ব্রেইল দিবস হিসেবে পালন করা হয় সেইজন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় আবেদন জানাচ্ছি। একইসাথে দৃষ্টিহীনদের জন্য তাঁর অবদানের কথা মাথায় রেখে পাঠ্যসূচিতে তাঁর জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।' অন্যদিকে জামালদহের স্বরূপ আশ্রম দৃষ্টিহীন বিদ্যাপীঠে এদিন বিশ্ব ব্রেইল দিবস পালন করা হয়। এর আয়োজক ছিল স্বরূপ সেবা ফাউন্ডেশন। লুই ব্রেইলের প্রতিকৃতিতে এদিন মাল্যদান করে তাকে শ্রদ্ধা জানান ফাউন্ডেশনের সদস্যরা।

সামাজিক কাজে সুভাষ পল্লি ক্লাব

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ৮ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিভাবে ৭৫ তম দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে কোচবিহার সুভাষপল্লি ক্লাব। রক্তদান শিবিরে মোট ২৭ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়। সেইসাথে বৃক্ষরোপণও করা হয় এদিন। ক্লাবের তরফে জানা গেছে এবার তাদের দুর্গাপুজার ৭৫ বছর উপলক্ষে সারাবছর ধরেই তারা এমন সামাজিক কাজ করে যাবে।

সাড়ম্বরে প্রকাশিত হল উত্তরের আহ্বান

পার্থ নিয়োগী: গত ২৫ ডিসেম্বর মাথাভাঙা রেবতি রমন পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হল উত্তরের আহ্বান পত্রিকা প্রকাশের অনুষ্ঠান। স্বাগত ভাষণ রাখেন উত্তরের আহ্বান পত্রিকার সম্পাদক শশিবালা অধিকারী। নির্মল দাস ও তার সম্প্রদায়ের ভাওয়াইয়া গান এদিনের অনুষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরের আহ্বানের মোড়ক উন্মোচন করেন অধ্যাপক অলোক সাহা। একই সাথে উত্তরের অনন্য সন্মান

প্রদান করা হয় কবি অঞ্জনা দে ভৌমিককে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পঞ্চানন গবেষক গিরীন্দ্রনাথ বর্মন এবং বাংলা ও অসম থেকে আসা সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রের দিকপাল মানুষেরা।

পেস্টারঝাড়ে স্বাস্থ্যমেলা

পার্থ নিয়োগী: গত ৮ জানুয়ারি পেস্টারঝাড় উদয়ন পাঠাগার ও ক্লাবের উদ্যোগে এক স্বাস্থ্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়। পেস্টারঝাড় হাইস্কুলের মাঠে এই স্বাস্থ্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এবছর ছিল এই স্বাস্থ্যমেলার ২০ তম বছর। এই স্বাস্থ্যমেলায় উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমাশাসক রাকিবুর রহমান, চিকিৎসক জেপি নায়েক প্রমুখ। এই মেলায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। এই স্বাস্থ্যমেলাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

৮১ তম সন্ন্যাসীপুজো তুফানগঞ্জে

পার্থ নিয়োগী: গত ১ জানুয়ারি থেকে ৪ জানুয়ারি তুফানগঞ্জের অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম অন্দরান ফুলবাড়ি ছোট বটতলায় অনুষ্ঠিত হল সন্ন্যাসীপুজো। আয়োজক বারোয়ারি সন্ন্যাসীপুজো কমিটির পুজো এবার ৮১ তম বছরে পড়ল। চারদিনব্যাপী এই ঐতিহ্যবাহী পুজোতে পূজাচর্নার পাশাপাশি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভাগবত পাঠও হয়। বিভিন্ন প্রান্তের বাউল গানের শিল্পীদের নিয়ে হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও।

বহিষ্কৃত প্রধান সহ সাত সদস্যকে দলে ফেরালেন তৃণমূল বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা: বড় শৌলমারী গ্রাম পঞ্চায়েত বহিষ্কৃত প্রধান সহ আরও ৭ পঞ্চায়েত সদস্যকে ফের দলে ফিরিয়ে আনলেন বিধায়ক। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকমাস আগে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান অনাস্থা নিয়ে আসার ঘটনায় বর্তমান তৃণমূলের প্রধান সহ আরও ৭ জন পঞ্চায়েত সদস্য অর্থাৎ মোট ৮ জন পঞ্চায়েত সদস্যকে তৃণমূল কংগ্রেসে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। তবে সোমবার বিকেলে বড় শৌলমারী কসালেরগোর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে তৃণমূলের কর্মীসভার মধ্য দিয়ে তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত বর্তমান প্রধান নিশা রায়, সহ পঞ্চায়েত সদস্য নগেন্দ্র নাথ রায়, হরিপদ রায়, বিশ্বনাথ রায়, মর্জিনা বিবি, চন্দন কুমার রায়, সায়বানু বিবি, আতিনা বিবি মোট ৮ জনকে ফের তৃণমূলে ফিরিয়ে নিলেন সিতাই বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তিনি ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের বন ভূমি বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন, দিনহাটা এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুধাংশু চন্দ্র রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

ঠাকুর নগরে অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম বঙ্গ রঙ্গ মূকাভিনয় ও নাট্য উৎসব ২০২২

বিশেষ সংবাদদাতা: ঠাকুরনগর থিয়েট্রিকসের আয়োজনে ভারত বাংলাদেশ সিমান্তের সুবিদপুর নেতাজী শিশুতীর্থ ক্রিয়া প্রাঙ্গণে ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর হয়ে গেল পঞ্চম বঙ্গ রঙ্গ মূকাভিনয় ও নাট্য উৎসব ২০২২। প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করেন ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও ডকুমেন্টেশন আধিকারিক, অভিজিৎ চ্যাটার্জী। উপস্থিত সকল অতিথিদের উত্তরীয়, স্মারক এবং ফুলগাছের চারা দিয়ে বরণ করেন ঠাকুরনগর থিয়েট্রিকসের সম্পাদক জগদীশ ঘরামী। কোচবিহার ছায়ানীড়ের কর্ণধার শ্রী স্বাগত পাল তার একক মূকাভিনয় দিয়ে শ্রী যতীন ঘরামী অস্থায়ী মঞ্চের উদ্বোধন করেন। এবছর শ্রী যতীন ঘরামী স্মারক সম্মান ২০২২ প্রদান করা হয় শ্রী বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী (মূকাভিনেতা ও নির্দেশক) এবং শ্রী স্বপন ঘরামী (যাত্রা ও নাট্যোভিনেতা এবং নির্দেশক)। প্রতিদিন দুপুর দু'টো থেকে শুরু হয় বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। প্রথমদিন ছিলো ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা, দ্বিতীয়দিন ছিলো আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, তৃতীয়দিন হয় নৃত্য প্রতিযোগিতা এবং শেষদিন ছিলো গানের প্রতিযোগিতা। এই পঞ্চম বঙ্গ রঙ্গ মূকাভিনয় ও নাট্য উৎসব ২০২২-র শ্রী যতীন ঘরামী অস্থায়ী মঞ্চে যে সব নাট্যদল তাদের অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করেছেন তারা হলেন, ইমবডি দমদম, অশোকনগর নাট্যমুখ, কোচবিহার ছায়ানীড়, প্যান্টোমাইম মুভমেন্ট (বাংলাদেশ), কালিনগর ঐকাতন, সাইলেন্ট থিয়েটার আর্ট সোসাইটি (মধ্যপ্রদেশ) মিমিক কোলকাতা, কাঁকিনাড়া শিল্পাঙ্গন, গোবরাপুর সাংবিত্তি, রানাঘাট সৃজাক, রংতাল থিয়েটার, বগুলা নাবিক নাট্যম, মৌন মুখর কোলকাতা, টালিগঞ্জ স্বপ্নমৈত্রী, সোমা মাইম থিয়েটার, বাগনা আলো। ঠাকুরনগর থিয়েট্রিকস এ বছর এমন একটা জায়গায় এই মূকাভিনয় ও নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছে যেখানে ইতিপূর্বে কখন কোন দিন এরকম মূকাভিনয় ও নাট্য উৎসব হয়নি। এর আগে কোনদিন এই জায়গার মানুষজন মূকাভিনায়ের নাম শোনেনি এবং কোনোদিন নাটক দেখেনি। এইখানেই ঠাকুরনগর থিয়েট্রিকসের সাফল্য। আমরা সবাই যখন শহরমুখী মানুষদের সামনে থিয়েটার করতে উৎসাহী সেখানে এমন আয়োজন সত্যি অর্থে অনন্য হয়ে ওঠে। সঙ্গে এই কথাও বলতে হবে তাদের আতিথিয়তা ও মনে রাখার মত আর থিয়েটার করতে যা যা প্রয়োজন তা তারা পূরণ করেছে। তাই ঠাকুরনগর থিয়েট্রিকসে সকল নাট্যবন্ধুদের কুর্নিশ জানিয়েছে সাধারণ দর্শক থেকে অভিনয় করতে আসা প্রতিটি নাট্যদল। সব মিলে বলতেই হবে ঠাকুরনগর থিয়েট্রিকস থিয়েটারের এক নবদিগন্তের পথ দেখাল।

উদার আকাশের গ্রন্থ উদ্বোধনে খাজিম আহমেদ

বিশেষ সংবাদদাতা: বহরমপুর জেলা বইমেলার শেষদিন ৩ জানুয়ারি ২০২৩ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মঞ্চে প্রকাশিত হল 'আলোচনায় গঙ্গা পদ্মার সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ গ্রন্থ। সম্পদনা করেছেন ড. সুজাতা বাগচী বন্দ্যোপাধ্যায়। বইটি ফারুক আহমেদ উদার আকাশ প্রকাশন থেকে প্রকাশ করেছেন।

বইটি উদ্বোধন করেন অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা এবং ইতিহাসবিদ প্রাবন্ধিক খাজিম আহমেদ, অতিরিক্ত জেলাশাসক উন্নয়ন নির্মাল্য ঘরামী এবং সদর মহকুমাশাসক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

দুই বাংলার সাহিত্য নিয়ে এই বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। উভয় বঙ্গের সম্প্রীতির বিষয়ভিত্তিক সাহিত্য নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনা করেন খাজিম আহমেদ।

হলদিবাড়িতে অনুষ্ঠিত খাদ্য উৎসব

বিশেষ সংবাদদাতা: শীতের আমেজে খাদ্য রসিক মানুষের রসনার তৃপ্তিকে আরও বেশ খানিকটা উস্কে দিল হলদিবাড়ি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত খাদ্য উৎসব। গত ৬ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি এই তিনদিন হলদিবাড়ি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির পরিচালনায় উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এই খাদ্য উৎসবের আয়োজন করা হয়। হরেক রকমের পদের খাবারের স্টল ছিল এই মেলায়। সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখা গেল পিঠে-পুলির স্টলগুলিতে। ভাপা পিঠে থেকে শুরু করে পাটিসাপটা, দুধপুলি খেতে বেশ ভিড় জমেছিল স্টলগুলিতে। এখানে ২১ টি স্টল সাজিয়েছিল এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। মানুষের রসনা তৃপ্তির পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও আর্থিকভাবে লাভবান হয় এই খাদ্য উৎসব থেকে। উৎসব কমিটির তরফে খাদ্য উৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। এমন খাদ্য উৎসবের আয়োজন করে হলদিবাড়ি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিটি এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

স্টেশন মাস্টারকে ডেপুটেশন

বিশেষ সংবাদদাতা: ১৫৭০৩ নিউ জলপাইগুড়ি-বঙ্গাইগাঁও এবং ১৫৭০৪ বঙ্গাইগাঁও-নিউ জলপাইগুড়ি এই ট্রেন দুটির স্টপেজের দাবিতে পুন্ডিবাড়ির স্থানীয় বাসিন্দারা সম্প্রতি পুন্ডিবাড়ি রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার কে স্মারকলিপি প্রদান করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য আগে এই ট্রেন দুটি পুন্ডিবাড়ি স্টেশনে স্টপেজ দিত। কিন্তু করোনার সময় থেকে পুন্ডিবাড়িতে স্টপেজ বন্ধ করে দেয় এই ট্রেন দুটি। বর্তমানে সব স্বাভাবিক হলেও এই ট্রেন দুটি চললেও পুন্ডিবাড়িতে স্টপেজ দেয়না। এতে দুর্ভোগে পরেছে স্থানীয় মানুষ। চিকিৎসা ও ব্যবসার কাজে পুন্ডিবাড়ির বহু মানুষ আগে এই ট্রেন দুটিতে শিলিগুড়ি ,অসম যেত। কিন্তু বর্তমানে তাদের সেই সুযোগ বন্ধ। প্রচুর বাস ভাড়া দিয়ে এখন তাদের যেতে হচ্ছে। আর বাসে করে রোগী নিয়ে যাওয়াও খুব অসুবিধের। তাই তারা এই স্মারকলিপি প্রদান করে পুনরায় এই ট্রেন দুটির স্টপেজ পুন্ডিবাড়িতে চালু করার দাবি জানিয়েছে রেলের কাছে।

কোচবিহার সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

পার্থ নিয়োগী: গত ২৯ ডিসেম্বর পালিত হল কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যসভার ১০৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে এদিন সাহিত্যসভায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে এদিন কোচবিহার সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্স ভিক্টর নিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শিক্ষাবিদ তথা সাহিত্যিক দিগ্বিজয় দে সরকার, প্রাবন্ধিক তথা গবেষক দেবব্রত চাকি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়-পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাজ শেষ না হতেই নতুন অর্থ বর্ষের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ

কোচবিহার: রাজ্য সরকার এখনও পঞ্চদশ অর্থ কমিশন তথা ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের টাকা পায়নি। তার আগেই রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সমস্ত জেলাকে বিভিন্ন কাজের তালিকা তৈরি করে ১৪ জানুয়ারির মধ্যে টেন্ডার করে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রের ই- গ্রামস্বরাজ পোর্টালে বিস্তারিত তথ্য আপলোডের কথাও বলা হয়েছে। সমস্ত জেলাশাসককে এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এদিকে জেলায় জেলায় ২০২১-২২ আর্থিক বর্ষের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাজ এখনও শেষ হয়নি। সেই কাজের চাপও রয়েছে। জেলাগুলি ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ঐ কাজগুলি শেষ করতে চাইছে।

রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের খুব একটা বেশি দেরি নেই। তাই ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই রাজ্যসরকার যতটা সম্ভব উন্নয়নমূলক কাজ সেরে ফেলতে চাইছে। দ্রুত কাজ করে টাকা খরচের পর সময়মত উইটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা না পড়লে টাকা না পাওয়া বা আগের টাকা ফেরত যাওয়ারও সম্ভব রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব জেলাগুলিকে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বরাদ্দ শীঘ্রই চলে আসবে। তাই সময়মত সমস্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। এমনটা হলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে আবেদন করা যাবে। এই নির্দেশের পরিবর্তে আরও চারটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আনটায়েড বরাদ্দে অত্যন্ত ৫০শতাংশ গ্রামীণ রাস্তার কাজ করতে হবে। স্যানিটেশন এবং পানীয় জলের কাজের অনুমোদিত প্রকল্পগুলি ই-গ্রামস্বরাজ পোর্টালে নিয়ে আসতে হবে। এছাড়া মনোনীত প্রকল্পগুলির পরিকল্পনার পাশাপাশি এস্টিমেট করে দ্রুত সঠিক জায়গা থেকে ভেটিং করে রাখতে হবে। সমস্ত মনোনীত প্রকল্পের কাগজপত্র আগেই ঠিক করে রাখতে হবে।

কোচবিহার জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক সুব্রতকুমার বর্মণ বলেন, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাজগুলি ১৪ জানুয়ারির মধ্যে সমস্ত টেন্ডার প্রসেস রেডি করে রাখতে বলা হয়েছে। তারপর প্রথম কিস্তির কাজ করে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে উইটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দিতে বলা হয়েছে। পুরানো কাজের প্রক্রিয়াগুলি জানুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যে করে ফেলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে পাশাপাশি আগামী কাজগুলির টেন্ডারসহ যাবতীয় সমস্ত কিছু করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের জেলাগলিতে ২০২১-২২ আর্থিক বর্ষের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের এখনও বেশকিছু কাজ বাকি রয়েছে। টায়েড-আনটায়েড মিলে কোথাও ৭০ শতাংশ কাজ হয়েছে কোথাও আবার ৮০ শতাংশ কোথাও আবার আরও কম। তাই সব জেলাই এখন আর্থিক বছর শেষের মুখে ও পঞ্চায়েত ভোটের মুখে চাপে পড়েছে।

পুলিশের হেলমেট বিলি

বিশেষ সংবাদদাতা: এতদিন বাইক চালাবার সময় মাথায় হেলমেট না থাকলে পুলিশ ফাইন করত বাইক আরোহীকে। তবে সেই চেনা ছবির ব্যাতিক্রমি ছবি দেখা গেল ইংরেজি বর্ষশেষের দিন দিনহাটা শহরের রাস্তায়। হেলমেট ছাড়াই বাইক চালাচ্ছিল এমন ৫০ জন বাইক চালককে ধরে এদিন দিনহাটা থানার পুলিশ হেলমেট দিল। আর দিনহাটা ট্রাফিক পুলিশের এহেন কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা থানার আইসি সুরজ থাপা, পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর মাহেশ্বরী, ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী ।

পর্যটকদের জন্য খুলে গেলো কোদালবস্তি সিসি লাইন

আলিপুরদুয়ার: পর্যটকদের জন্য খুলে গেল কোদালবস্তি সিসি লাইন। বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাত ধরে খুলে গেলো সিসি লাইন। এই বিষয়ে উল্লেখ্য, গত ৭ই জুন মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন সেই সময় তিনি কোদালবস্তি পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন কোদালবস্তি এলাকার বাসিন্দারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলেন সিসি লাইন পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ার, ঐ সময় মুখ্যমন্ত্রী গ্রামবাসীদের বলেছিল সিসি লাইন শীঘ্র খুলে দেওয়া হবে। এদিন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের উপস্থিতিতে কোদালবস্তি সিসি লাইন খুলে গেলো। এদিন বনমন্ত্রী জানান, জঙ্গল নিয়ে বেশ কিছু পরিকল্পনা আছে। পর্যটকদের আকর্ষণ করতে জঙ্গল ও জঙ্গল সংলগ্ন যে কটেজগুলো আছে সেগুলোর সংখ্যা বাড়ানো হবে, এছাড়া নতুন নতুন কটেজ খোলা হবে। এছাড়া জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় মোবাইল টাওয়ার বসানো হবে। পুরো রাজ্য জুড়ে এই টাওয়ার বসানো হবে।

সম্পাদকীয়

পর্যাপ্ত লোকাল ট্রেন চাই উত্তরবঙ্গে

রাজধানী, শতাব্দী তো ছিলই। এবার উত্তরের রেল মানচিত্রে জুড়ল সেমি হাইস্পিড ট্রেন বন্দে ভারত। অবশ্যই এটা উত্তরবঙ্গের মানুষের পক্ষে খুব ভাল। তবে এরসাথে এটাও মনে রাখা দরকার অনেকখানি রেল পরিকাঠামো গড়ে ওঠার পরেও উত্তরবঙ্গের লোকাল ট্রেনের ব্যবস্থা সেভাবে হয়ে ওঠেনি আজও। প্রচুর মানুষের মধ্যে তাই আজও আক্ষেপ শোনা যায় এই বলে 'আসানসোল থেকে ট্রেনে করে যদি ডেলিপেসেঞ্জারি করা যায় কলকাতা অবদি তবে কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি ডেলিপেসেঞ্জারি ট্রেনে কেন করা সম্ভব নয়? প্রশ্নটা একদম সঙ্গত। আর এখন সেই পরিকাঠামোও অনেকটা হয়ে গেছে। এনজেপি থেকে নিউ কোচবিহার অবদি হয়ে গেছে ডবল লাইন। এমনকি এই পথে ইলেকট্রিফিকেশনের পর ইলেকট্রিক লোকমেটিভ ইঞ্জিনে রেল চলাচলও শুরু হয়ে গেছে। তবুও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের লোকাল ট্রেন বা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের কথা রেলের তরফে ভাবা হয়নি এখনও অবদি। সকালে কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি অবদি কোন ইন্টারসিটি ট্রেন চালু করলে। সাথে ইএমইউ বেশকিছু লোকাল ট্রেন চালু হলে এখানকার নিত্যযাত্রী, ব্যবসায়ীদেরও পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষের এতে সুবিধা হবে। তাই উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নতির কথা ভেবে ইএমইউ লোকাল দ্রুত চালান হোক।

কবিতা

জীবন দরিয়া, দড়ির জীবন

....সৈকত দাম

"মাঝ দরিয়ায় চাঁদ উঠছে মাঝি,
শুকনা আনো শুকনা"
চোখের ভেতর রোশনাই,
চোখের ভেতর পার্ক স্ট্রিট,
চোখের ভেতর রোশনাই,
কিন্তু মাঝ দরিয়ায় কেউ নাই...
মাঝি তুমি আর আমি ছাড়া....
এখানে হারিয়ে গেছে ডিসেম্বরের রোদ...
হারিয়ে যার বছর খানি খোদ....
বন্য ফুলের ঘ্রাণ....
আশেপাশের জঙ্গল থেকে....
নতুন ছোঁয়াছুয়ি খেলা,
আবার শুরু কাল থেকে.....
জলে ভেসে যায় রেস্তরাঁ,
জলে ভেসে যায় পাব....
ভুলে যেতে চায় আলোর কণা,
কাল বিকেলের পাপ.....
নেশা জেগে থাকে নৌকোয় আজ....
লুকনো টাকা কাপড়ের ভাঁজ.....
নতুন রোদে, নতুন অন্ধকারে,
তুমি আর আমি অঞ্চল ভরি.....
মাঝি নিয়ে আসো টাকা কড়ি.....
অজ্ঞাত এই অশ্বগন্ধা,
নতুন জীবন দেবে আশা করি.....
এই বছর আর ডুব দিয়ে কাজ নাই.....
চোখের ভেতর থাকুক সে রোশনাই.....
কপাল হোলে শুবো আলোর কোলে,
সারা বছর অষ্টপ্রহর,
জল জঙ্গল বুকের ভূগোলে.....
মানবী চাঁদ শরীরে জোৎস্না ঢেলে দিবে....
আঁতরের মতো নৌকা খান পাড় খুঁজে নিবে....

গল্প

মেকী

..... সোমালি বোস

শিবনাথ আজও দিনভর ঘুরে একটা টাকাও জোগাড় করতে পারলো না। কাজ পাওয়া তো দূর অস্ত। করোনাতে কাজ হারিয়ে আজ দু-বছর হল শিবনাথ সম্পূর্ণ বেকার হয়ে আছে। সবিতা মাঝে মধ্যে দু-একটি সেলাই এর কাজ করে যা আয় করছে তা দিয়েই কোনোরকমে দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে তাদের চারজনের সংসারে। যা কিছু টাকা-পয়সা কর্মক্ষেত্র থেকে শিবনাথ এনেছিল তা তো কবেই শেষ হয়েছে । আজ দুর্গাপঞ্চমী তিথিতে অনেক আশা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল কিছু একটা কাজ হয়তো পেয়ে যাবে আর ছেলে-মেয়ে দুটির জন্য নতুন জামা কিনতে সম্ভবপর হবে, ওরা যে অনেক আশা করে বসে আছে। কিন্তু হায়! পোড়াকপাল শূন্য হাতেই ফিরতে হলো ঘরে। সবিতা মুখ দেখে বুঝতে পেরে বললো মন খারাপ করো না কাল কিছু উপায় ঠিক হয়ে যাবে। শিবনাথ বিছানায় তাকিয়ে দেখল ছেলে-মেয়ে দুটি বাবার অপেক্ষা করতে করতে ভগ্ন হৃদয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সবিতা গামছা এগিয়ে দিয়ে বললো যাও হাত-পা ধুয়ে এসো, সামান্য মুড়ি গুড় রেখেছি খেয়ে শুয়ে পড়। আজ ষষ্ঠীতে দেবীবোধন, অনেক উদ্যম নিয়ে সকাল থেকে শিবনাথ ঘোরাঘুরি করেও কিছুই জুটাতে পারলো না। রিক্ত, ক্লান্ত শিবনাথের হঠাৎই চোখে পড়ল এক সুসজ্জিতা মহিলার গলায় সুন্দর একটি সোনালী হার জ্বলজ্বল করছে। শিবনাথ একছুটে মহিলার গলা থেকে হারটি ছিনিয়ে নিয়েই দৌড়ে পালাল। আর মনে মনে ভাবলো এ হার তার জীবনের সব দৈন্যতা ছুড়ে ফেলে দেবে। ছেলে-মেয়ে দুটি নতুন জামা পড়ে পুজো প্যান্ডেলে যেতে পারবে। কিন্তু পিছন থেকে চোর চোর রবে কারা যেন ধেয়ে আসছে। দিশাহীন শিবনাথ ছুটতে ছুটতে হারটি নিয়ে গেল এক স্বর্ণকারের কাছে, আর দেখিয়ে বললো কত টাকা দেবে এ হারটি নিয়ে? স্বর্ণকার পরখ করে বললো আরে এটা কি এনেছ? এতো "মেকী"। ততক্ষণে পুলিশের ভ্যানও চলে এসেছে।

প্রবন্ধ

প্রসঙ্গ কল্পতরু

..... জয়জিত কুমার দে

লেখক কোচবিহারের ছেলে জয়জিত কুমার দে বর্তমানে গবেষক ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স বেঙ্গালুরুর।

আজ কল্পতরু উৎসব। রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীবৃন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের গৃহস্থরা, বিশ্বব্যাপী অগণিত রামকৃষ্ণ ভক্ত এবং বেদান্ত সোসাইটিগুলিতেও এই উৎসব পালিত হয়।

কল্পতরু উৎসবের প্রেক্ষাপট কি?

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কাশীপুর উদ্যানবাটিতে তাঁর দোতলার ঘর থেকে নেমে তিনি বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে। হঠাৎ ঠাকুর গিরিশকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাকে তোমার কেমন বোধ হয়?"। গিরিশ ঘোষ বিস্ময়ের সুরে বললেন "মনে হয় আমার সামনে ঈশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন। অবতার পুরুষ। মানুষের শরীরে ঈশ্বরের বাস। আর সেই ঈশ্বর আমার সামনে দাঁড়িয়ে"।

সেদিন একটা বিশেষ আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ঠাকুর বাঁধনহারা প্রশান্তির মধ্যে উপস্থিত সমস্ত শিষ্যকে দিয়েছিলেন তাঁর প্রাণভরা ভালোবাসা, আশীর্বাদ ও বলেছিলেন, "তোমাদের চৈতন্য হোক"।

কল্পতরু কথার অর্থ কি?

কল্পতরু হলেন ইন্দ্রলোকের সর্বকামনা পূরণকারী দেবতরু অর্থাৎ অত্যন্ত উদার ও বদান্য ব্যক্তি, যিনি সহজেই অন্যের ইচ্ছাপূরণ করেন।

১৮৮৬ সালে ১ জানুয়ারি, কল্পতরু রূপেই ভক্তদের আশীর্বাদ করেছিলেন ঠাকুর। তাই বছরের প্রথম দিনটি কল্পতরু উৎসব নামে পরিচিত। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতেও এই উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয় সেই কারণে সারা দেশ থেকে রামকৃষ্ণ-অনুগামী তীর্থযাত্রীরা এই দিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে পূজা দিতে আসেন।

ইন্দ্রায়ুধ নাট্যউৎসবে দুই প্রয়াত নাট্য ব্যক্তিত্ব শক্তিব্রত রায় ও করুনাময় মজুমদারকে স্মরণ।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রায় তৎপর কোচবিহার জেলা খাদ্য দপ্তর

পার্থ নিয়োগী: খারিফ মরশুম শুরু হার এক মাসের মধ্যেই কোচবিহার জেলা কৃষকদের থেকে খাদ্য দপ্তর ২৪ হাজার টন ধান সংগ্রহ করেছে। এখন অবদি কোচবিহার জেলার ১৬ হাজার কৃষক সহায়কমূল্যে সরকারকে ধান দিয়েছে। এভাবে ধান সংগ্রহ হতে থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই লক্ষমাত্রায় পৌঁছানো যাবে বলে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা মনে করেন। এবার কোচবিহার জেলার কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ ৫৬ হাজার মেট্রিক টন। কোচবিহারের প্রায় ৯০ হাজারের বেশি কৃষক ধান বিক্রির জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন খাদ্য দপ্তরে। জেলার ১২ টি ব্লকে মোট ২৫ টি ধান ক্রয়কেন্দ্র খুলেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। প্রায় ৩০০০ সোসাইটি, ১০০০ স্বনির্ভরগোষ্ঠী এবং ফার্মাস প্রোডিউসার কোম্পানি কৃষকদের থেকে ধান কেনার কাজ করছে।

বই এর সাথে পথচলা

এসে গেল শীত সাথে কমলালেবু আর অবশ্যই প্রিয় বইমেলা। চলছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি বইমেলার তারপরেই আসছে কলকাতা বইমেলা। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের থেকে উঠে আসছেঅনেক নতুন লেখক লেখিকা।সাথে আরও কিছু পরিচিত স্বনামধন্য উত্তরবঙ্গের লেখক লেখিকাদের বই নিয়ে পাঠকদের পরিচিত করতে এগিয়ে এল পূর্বোত্তর। আশাকরি আপনাদের ভালো লাগবে।

উমাশকংর রায়

ভারতীয় সেনাবাহিনী তে কর্মরত এই মানুষটি অসম্ভব সৃজনশীল মানুষ। সময় পেলেই বসে যান ছবি আঁকতে কিংবা কবিতা, গল্প লিখতে। বাংলা ও রাজবংশী দুই ভাষাতেই সমান সাবলীল এই মানুষটির প্রথম কাব্যগ্রন্থ সম্প্রতি কোচবিহার জেলা বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে।

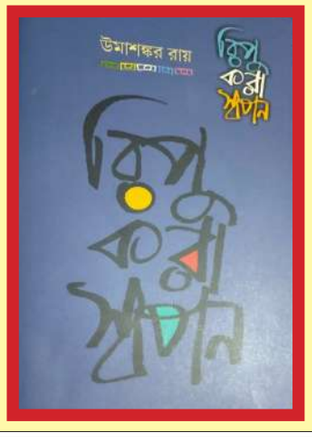

দূর্গেশ বর্মন

রাজবংশী ও বাংলা সাহিত্যের এক উদীয়মান নক্ষত্র। বাও নামে একটি রাজবংশী ভাষার সাহিত্য পত্রিকা দায়িত্ব সহকারে সম্পাদনা করছে। বাও পাঠকের মধ্যে এক অন্য শিহরন জাগায়।

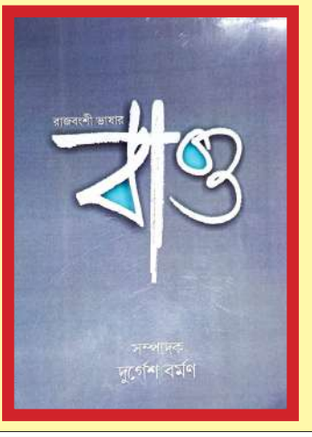

খুরশিদ আলম

আলিপুরদুয়ারের ভাটিবাড়ি গ্রামের সাহিত্য সংস্কৃতিপ্রেমী এক যুবক। নিজের খেয়ালে সাহিত্য চর্চা করেন তিনি। তাঁর কাব্যগ্রন্থ ' আমি তাদের দলে নেই' ইতিমধ্যে পাঠক মহলে বেশ নজর কেরেছে।

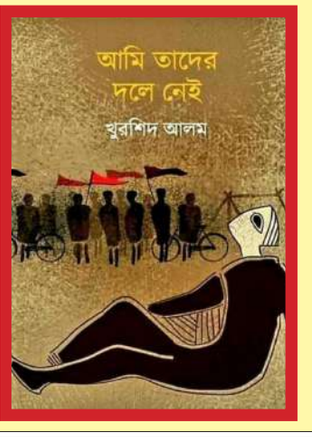

খোকন বর্মন

বলরামপুরের চেকাডারা গ্রামের এক লাজুক ছেলে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার মেধাবী ছেলেটি বাংলা ও রাজবংশী কবিতার ছন্দে পাঠকের সামনে এক অন্য ভুবন তুলে ধরে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মৃত্যুর সবুজ চুড়ি' এমনই এক তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

কম্পাস নাট্যোৎসব শুরু ৪ ফেব্রুয়ারি

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহারের নাট্যচর্চার এক জনপ্রিয় নাম কম্পাস। প্রতি বছর নতুন নাটকের পাশাপাশি তাদের নাট্যোৎসব এর জন্য অপেক্ষায় থাকে কোচবিহারের নাট্যপ্রেমীরা। তার ব্যাতিক্রম হচ্ছে না এবারও। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি অবদি কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে ১০ দিনের কম্পাস জাতীয় নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বলে জানান কম্পাসের কর্নধার দেবব্রত আচার্য। ৪ ফেব্রুয়ারি দেবব্রত আচার্য্যের নির্দেশনা কম্পাসের নিজস্ব নাটক 'না মানুষি জমিন' দিয়ে উৎসবের সূচনা হবে। রাজ্যের মধ্যে দিনাজপুর, বহরমপুর ও কলকাতার বেশ কয়টি নাট্যদল এই নাট্যৎসবে অংশ নেবে। প্রতিবেশি আসাম থেকেও অংশ নেবে বর্নম সংস্থা। এই কয়দিন রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে দেখা যাবে বাংলার প্রথিতযশা শিল্পীরা।

পৌষ অনুষ্ঠান ও নাট্যোৎসব পালন কোচবিহার নাট্য সংঘের

পার্থ নিয়োগী: ইংরেজি বছরের শেষ দুইদিন কোচবিহার নাট্য সংঘের তরফে আয়োজন করা হয়েছিল পৌষ অনুষ্ঠান ও 'অমরেন্দ্র প্রসাদ রায় স্মৃতি' নাট্যৎসবের। ৩০ ডিসেম্বর বিকেলে বিশিষ্ট মানুষদের উপস্থিতিতে নাট্যোৎসবের সূচনা হয়। উদ্বোধনী পর্বে বিশিষ্ট প্রাক্তন নাট্যব্যাক্তিত্ব মায়া ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় নাট্য সংঘের তরফে। এই নাট্যোৎসবে ছয়টি সবাক নাট্য ও একটি মূক অভিনয় মঞ্চস্থ হয়। বাংলাদেশের নাট্যজগতের অন্যতম নাট্যব্যাক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নুর রচিত ও দেবব্রত আচার্য্যের নির্দেশনায় কম্পাসের সারা জাগান নাটক 'দেওয়ান গাজীর কিসসা' ছিল উৎসবের মঞ্চস্থ হওয়া প্রথম নাটক। এরপর কোচবিহার বর্ণনা প্রযোজিত 'মোহ-বৃতি' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন বিদ্যুৎ পাল। প্রথমদিনের শেষ নাটক ছিল ডঃ তমোজিৎ রায় রচিত ও নির্দেশিত কোচবিহার ব্রাত্যসেনার নাটক 'আমি কিছুতেই উল্লুক হবোনা'। অনুষ্ঠানের শেষদিনের শুরুতেই মঞ্চস্থ হয় আই.পি.এ প্রযোজিত মনোজ মিত্রের নাটক 'পাওনা গন্ডা'। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন স্নেহাশিস চৌধুরি। এদিনের দ্বিতীয় নাটক ছিল কোচবিহার অনাসৃষ্টি পরিবেশিত 'তার নারী ও নাগিনী'। রুমা দে রচিত এই নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন প্রশান্ত সূত্রধর। স্বাগত পালের নির্দেশনায় কোচবিহার

ছায়ানীড়ের মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান এক অন্য মাত্রা আনে। সবশেষে মঞ্চস্থ হয় আয়োজক নাট্য সংঘ প্রযোজিত মনোজ মিত্রের নাটক 'চোখে আঙ্গুল দাদা'। সব মিলিয়ে ইংরেজি বছরের শেষ দু'দিন পৌষ উৎসব এবং নাট্যোৎসবের জন্য কোচবিহার নাট্য সংঘের এহেন উদ্যোগ সত্যিই কুর্নিশযোগ্য।

অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ড তাদের নতুন ফান্ড অফার লঞ্চ করেছে

মুম্বই: ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল ফান্ড হাউসগুলির মধ্যে একটি, তাদের নতুন ফান্ড অফার - Axis CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL জুন ২০২৮ ইনডেক্স ফান্ড লঞ্চ করার ঘোষণা দিয়েছে। এটি CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Index - জুন ২০২৮-এর উপাদানগুলিতে বিনিয়োগকারী একটি ওপেন-এন্ডেড টার্গেট ম্যাচিউরিটি ইনডেক্স ফান্ড; এটি একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ সুদের হার ঝুঁকি এবং অপেক্ষাকৃত কম ঋণ ঝুঁকি সম্পূর্ণ ফান্ড।

নতুন ফান্ডটি CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Index - জুন ২০২৮ ট্র্যাক করবে। এই স্কিমের ফান্ড ম্যানেজাররা হলেন কৌস্তভ সুলে এবং হার্দিক শাহ ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ হল ৫,০০০ টাকা। এই স্কিমটি ক্রয় এবং ধরে রাখার বিনিয়োগ কৌশল অনুসরণ করবে যেখানে G-Sec এবং রাজ্য সরকারী সিকিউরিটিজের ঋণ উপকরণগুলি পরিপক্কতা পর্যন্ত ধরে রাখা হবে যদি না খালাস/পুনঃব্যালেন্সিংয়ের জন্য বিক্রি করা হয়। NFO চালু করার বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, Axis AMC এর MD এবং CEO চন্দ্রেশ নিগম বলেছেন, "বর্তমান ফলন বক্ররেখা একটি মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের দিগন্তের সাথে বিনিয়োগকারীর জন্য বস্তুগত সুযোগগুলি উপস্থাপন করে"।

রিলায়েন্স রিটেইল ট্রেন্ডসএখন ঘটকপুকুরে

পশ্চিম দক্ষিণ পরগণা: ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট অ্যান্ড ফাস্টেস্ট গ্রোইং অ্যাপারেল অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ স্পেশালিটি চেইন অফ রিলায়েন্স রিটেইল ট্রেন্ডস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম দক্ষিণ পরগণা জেলার ঘটকপুকুর টাউনে তার নতুন স্টোর লঞ্চ করার ঘোষণা দিয়েছে। দুর্দান্ত প্রাসঙ্গিক ফ্যাশন এবং আশ্চর্যজনক দাম রয়েছে: - ৩৯৯৯ টাকায় কেনাকাটা করুন এবং শুধুমাত্র ১৯৯ টাকায় আকর্ষণীয় উপহার পান। যে গ্রাহকরা ২৯৯৯ টাকার কেনাকাটা করবেন, তারা ৩০০০ টাকার কুপন একেবারে বিনামূল্যে পাবেন।

ইন্টারনশালা ২০২৩- ক্যারিয়ার-টেক প্ল্যাটফর্ম

কলকাতা: ইন্টারনশালা, ক্যারিয়ার-টেক প্ল্যাটফর্ম, মেয়েদের জন্য ইন্টারনশালা ক্যারিয়ার স্কলারশিপ (ICSG) – ২০২৩ তার বার্ষিক বৃত্তি ঘোষণা করেছে। ICSG হল একটি বার্ষিক পুরস্কার যা INR ২৫,০০০ একটি মেয়েকে স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে তার ক্যারিয়ার গড়ার জন্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বৃত্তিটি একটি ইন্টার্নশিপ অনুসরণ করার জন্য বা নির্বাচিত ক্ষেত্রে একটি প্রকল্প গ্রহণ, একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, বিশেষ সরঞ্জাম ইত্যাদির জন্য অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি ভাতা হিসাবে প্রদান করা হবে।

ICSG স্কলারশিপের জন্য যোগ্য হতে, আবেদনকারী মেয়েদের ১৭ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকত্ব হতে হবে (৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ অনুযায়ী) এবং অবশ্যই ১৫ জানুয়ারী ২০২৩ এর মধ্যে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপাদান, অর্জন, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন সহ চারটি প্যারামিটারের ভিত্তিতে অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হবে। বৃত্তির জন্য আবেদন করার জন্য, মেয়ে শিক্ষার্থীদের এই ফর্মটি পূরণ করতে হবে এবং তাদের কর্মজীবনের উদ্দেশ্য বলতে হবে। ICSG-২০২২ বৃত্তির দ্বিতীয় বিজয়ী হলেন ঈশা কুমারী, BIT সিন্দ্রির তৃতীয় বর্ষের রাসায়নিক প্রকৌশল ছাত্রী, যিনি শৈশব থেকেই আর্থিক এবং মানসিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করছেন।

ব্রিটানিয়া মেরি গোল্ড মাই স্টার্টআপ সিজন ৪.০ চালু করেছে

শিলিগুড়ি: ব্রিটানিয়া মেরি গোল্ডের মাই স্টার্টআপ ক্যাম্পেইন তিন মৌসুম ধরে সফলভাবে চলছে, ভারতীয় গৃহিণীদের তাদের উদ্যোক্তা যাত্রা শুরু করার জন্য তহবিল এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রদান করছে। সিজন ২-এ, NSDC-এর সাথে একটি পার্টনারশিপ প্রচারাভিযানে ১০,০০০ গৃহকর্মীকে প্রাথমিক যোগাযোগ দক্ষতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) অ্যাক্সেসের মাধ্যমে আর্থিক সাক্ষরতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা দক্ষতার সাথে সজ্জিত করতে সহায়তা করেছে। এর সিজন ৩-এ, ব্রিটানিয়া মারি গোল্ড মাই স্টার্ট-আপ ক্যাম্পেইন বাড়ির মালিকদের তাদের ব্যবসা বাড়াতে ইন্টারনেটের সুবিধা নিতে সাহায্য করার জন্য তার অফারগুলিকে প্রসারিত করেছে। Momspresso-এর সাথে ইন্ডিয়ান হোমমেকারস এন্টারপ্রেনিউরশিপ রিপোর্ট ২০২১ অনুসারে, ৭৭% গৃহকর্মী যারা তাদের নিজস্ব উদ্যোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, তারা প্রযুক্তিকে এই যাত্রায় একটি প্রধান সহায়ক হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

সিজন ৪-এর একটি হাইলাইট হল যে সমস্ত অংশগ্রহণকারীরা গুগল-এর ওমেনউইল প্রোগ্রামে অ্যাক্সেস পাবে। সকল অংশগ্রহণকারী যারা শেখার যাত্রা সম্পূর্ণ করবে তাদের একটি শংসাপত্র প্রদান করা হবে। ব্রিটানিয়া মেরি গোল্ড মাই স্টার্টআপ প্রতিযোগিতা 4.0-এর লঞ্চের সময়, ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চিফ মার্কেটিং অফিসার অমিত দোশি বলেন, "ব্রিটানিয়া মেরি গোল্ডের কয়েক দশক ধরে ভারতের গৃহকর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক রয়েছে"।

৯,০০০ প্রসেসর ক্যামেরা সহ ৫জি চিপসেট অফার করে PHANTOM

নতুন দিল্লি: প্রিমিয়াম স্মার্টফোন বিভাগে প্রবেশ নিশ্চিত করতে গত মাসে দুবাইতে বিয়ন্ড দ্য এক্সট্রাঅর্ডিনারি' থিম সহ PHANTOM X2 সিরিজ বিশ্বব্যাপী লঞ্চ করেছে টেকনো। ৩৯,৯৯৯ টাকা মূল্যের টেকনোর এই PHANTOM X2 অ্যামাজনের পাশাপাশি অফলাইন রিটেল টাচপয়েন্ট দুটোতেই পাওয়া যাবে।

নতুন PHANTOM X2 সিরিজ হল একটি অত্যাধুনিক প্রিমিয়াম স্মার্টফোন সিরিজ যা টেকনোর সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে সর্ব সমক্ষে তুলে ধরে। ৬৪এমপি আরজিবিডব্লিউ(জি+পি) ওআইএস রিয়ার ক্যামেরা নিয়ে এসেছে। যা একটি পালিশ ফটোগ্রাফি এসকেপেডে উপহার দেয়। স্টারডাস্ট গ্রে এবং মুনলাইট সিলভার রঙে উপলব্ধ এই স্মার্টফোনটি সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী সম্মানিত এলওওপি ডিজাইন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

ট্রেন্ডস ইসলামপুর শহরে তার নতুন স্টোর লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে

উত্তর দিনাজপুর: ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট অ্যান্ড ফাস্টেস্ট গ্রোইং অ্যাপারেল অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ স্পেশালিটি চেইন অফ রিলায়েন্স রিটেইল ট্রেন্ডস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরে তার নতুন স্টোর লঞ্চ করার ঘোষণা দিয়েছে। ট্রেন্ডস সত্যিকার অর্থে ভারতে ফ্যাশনকে গণতন্ত্রীকরণ করছে এবং ভারতে গ্রাহকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করছে। এটি ভারতের প্রিয় ফ্যাশন কেনাকাটার গন্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলামপুর-এর ট্রেন্ডস স্টোরটি একটি আধুনিক চেহারা এবং পরিবেশ নিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে ভালো মানের ফ্যাশন এর পণ্যদ্রব্য রয়েছে যা এই অঞ্চলের গ্রাহকদের জন্য দামে সস্তাও পড়বে। এই শহরের গ্রাহকরা ট্রেন্ডি মহিলাদের পোশাক, পুরুষদের পোশাক, বাচ্চাদের পোশাক এবং ফ্যাশন আনুষাঙ্গিকগুলির জন্য আনন্দদায়ক দামে কেনাকাটা করার জন্য একটি ইউনিক এবং ভালো অভিজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। এই ৭১৬৬ বর্গফুট স্টোরটি, যা ইসলামপুর শহরের প্রথম স্টোর, এর গ্রাহকদের জন্য একটি বিশেষ উদ্বোধনী অফারও রেখেছে। এবং এর পাশাপাশি দুর্দান্ত প্রাসঙ্গিক ফ্যাশন এবং আশ্চর্যজনক দাম রয়েছে: - ৩৯৯৯ টাকায় কেনাকাটা করুন এবং শুধুমাত্র ১৯৯ টাকায় আকর্ষণীয় উপহার পান। যে গ্রাহকরা ২৯৯৯ টাকার কেনাকাটা করবেন, তারা ৩০০০ টাকার কুপন একেবারে বিনামূল্যে পাবেন।

টয়োটার "প্রোডাকশন হ্যাপিনেস ফর অল" এর প্রচারাভিযান

কলকাতা: প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি 'ফিউচার প্রুফ' টেকসই সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে চাওয়া "প্রোডাকশন হ্যাপিনেস ফর অল" এর মিশন অনুসারে, টয়োটা সমগ্র অঞ্চলে টেকসইতার প্রচারের মাধ্যমে সবুজ ও পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির উন্নয়ন করছে। বিদ্যুতায়িত এবং অন্যান্য সবুজ যানবাহন প্রযুক্তিতে অগ্রগামী হওয়ায়, কোম্পানি প্রতিটি দেশ/অঞ্চলের শক্তি উৎপাদন, অবকাঠামোগত প্রস্তুতি এবং গ্রাহক গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে CO_2 নির্গমন কমাতে বিদ্যুতায়িত এবং বিকল্প জ্বালানী যানবাহন সরবরাহ করার চেষ্টা করে।

ফুয়েল সেল ইলেকট্রিক যানবাহন (FCEVs) হাইড্রোজেন দ্বারা চালিত হয় যা কোন টেলপাইপ নির্গমন উৎপন্ন করে না, এটি সবচেয়ে পরিষ্কার জ্বালানী হয়ে থাকে। সবুজ হাইড্রোজেন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস থেকে উৎপন্ন হয়, যা সৌর এবং বায়ু শক্তির জন্য স্টোরেজ প্রয়োজনীয়তা প্রদান করতে পারে এবং তাদের বৃহত্তর স্কেলে দ্রুত টেক অফের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হাইড্রোজেনের ব্যাটারিতে উচ্চ শক্তির ঘনত্ব রয়েছে, এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে পারে এবং বহনযোগ্যও হয়ে থাকে যার ফলে, এটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি দুর্দান্ত শক্তি বাহক হিসেবে পরিণত হয়।

এই সুবিধাগুলির সাথে, হাইড্রোজেন আমাদের দেশের শক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

টয়োটা হাইড্রোজেন প্রযুক্তির উপর ফোকাস করে চলেছে এবং বিভিন্ন সেক্টর জুড়ে ফুয়েল সেল মডিউলের ব্যবহার প্রচার করছে যাতে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো যায় এবং স্কেলেবিলিটি অর্জন করা যায়।

১৪ জন ফাইনালিস্টে থেকে বেছে নেওয়া হয় আইএলএফএটি- কে

কলকাতা: আইডিয়া প্রাইজ জয়সিমা ফাউন্ডেশন দ্বারা পরিচালিত ২০২২ সালের আইডিয়া পুরস্কার জিতল ইন্ডিয়ান লিডারস ফোরাম এগেইনস্ট ট্রাফিকিং বা আইএলএফএটি। এটি আইডিয়া পুরস্কারের তৃতীয় সংস্করণ। আইন ও বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য দুটি বিভাগে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এই বিভাগ দুটি হল - শামনাদ বশীর পুরস্কার এবং আইডিয়া পুরস্কার। আইডিয়া পুরস্কারের তৃতীয় সংস্করণে পাঁচ সদস্যের জুরি ৬৪৮টি মনোনয়ন পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাথমিক ভাবে ৫০ জনকে বাছাই করে। এরপর প্রতিষ্ঠাতা / দলের সদস্য এবং ফিল্ড ভিজিটের সাথে আরেকটি সাক্ষাৎকারের পরে ১৪ জন চূড়ান্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয়। এই ১৪ জন ফাইনালিস্টকে দেশ ব্যাপী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি গ্র্যান্ড জুরির সামনে আনা হয়। কয়েক দফা বিশ্লেষণ এবং সাক্ষাৎকারের পর, গ্র্যান্ড জুরি এই বছরের বিজয়ীদের নাম জমা দেয়।

আইডিয়া প্রাইজ জয়সিমা ফাউন্ডেশনের কো-ফাউন্ডার সচিন মালহান বলেন, আমরা সকল অংশগ্রহণকারী এবং ২০২২ সালের পুরস্কার বিজয়ীদের অভিনন্দন জানাতে চাই। যাতে তাঁদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারা ভারতের আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।

ভারতের দীর্ঘতম বৈদ্যুতিক ইন্টারসিটি কোচ তৈরি করেছে আইশার

কলকাতা: ভিই বাণিজ্যিক যান ভলভো এবং মোটরস জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে অটো এক্সপো ২০২৩-এ ভবিষ্যত প্রস্তুত গতিশীলতা সমাধানগুলির একটি পরিসর উন্মোচন করেছে। উদাহরণ হিসেবে- ভারতের দীর্ঘতম ১৩.৫ মিটারের বৈদ্যুতিক ইন্টারসিটি কোচ উন্মোচন করেছে আইশার। আবার নিকটর্তীস্থান ও শহরের মধ্যে ডেলিভারির জন্য ৪.৯ টনের জিভিডব্লিউ বৈদ্যুতিক ট্রাক আইশার ২০৪৯ উন্মোচন করেছে আইশার মোটরস।

বলাবাহুল্য, ভারতে এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে বাস ও ট্রাক পরিবহনে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে ভিইসিভি -এর নেতৃত্বের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিকল্প জ্বালানী প্রোটোটাইপ প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া ভলভো ৯৬০০ প্ল্যাটফর্মের কোচটি প্রথম শ্রেণীর বিলাসবহুল আসন অফার করে। যা ২০২৩ অটো এক্সপোতে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। অটো এক্সপো ২০২৩-এ ভিইসিভি প্রোটোটাইপ আইশার হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ট্রাক এবং হাইড্রোজেন আইসিই প্রযুক্তি ইঞ্জিনও প্রদর্শন করেছে। যা ভারত সরকারের গ্রিন হাইড্রোজেন মিশনের সাথে সারিবদ্ধ এবং শূন্য টেল-পাইপ নির্গমনের একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভিইসিভি -এর এমডি এবং সিইও বিনোদ আগরওয়াল বলেন, আইশার এবং ভলভো ট্রাক এবং বাসগুলি আমাদের ১০০% সংযুক্ত ইকোসিস্টেম দ্বারা সমর্থিত যা আমাদের গ্রাহকদের জন্য আমাদের উৎপাদনশীলতা এবং আপটাইমের প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে সহায়তা করে।

নেট্রাম আই ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য শিবির

বর্ধমান: ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম এনবিএফসি–এমএফআই ফিউশন মাইক্রো ফাইন্যান্স সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করে। সম্প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের সাতগাছিয়ায় নেট্রাম আই ফাউন্ডেশন এনজিও-এর সহযোগিতায় একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে ফিউশন মাইক্রো ফাইন্যান্স। সাতগাছিয়া সহ পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে মোট ২৫০ জন এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। তিনজন চিকিৎসক শিবিরে আসা গ্রামবাসীদের রক্তচাপ, হিমোগ্লোবিন ও ডায়াবেটিস পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করেন। উল্লেখ্য, ফিউশন মাইক্রো ফাইন্যান্স দ্বারা আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরগুলি ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যার মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা সর্বদা সচেষ্ট। ফিউশন মাইক্রো ফাইন্যান্স রিজিওন্যাল ম্যানেজার গৌরবদেবনাথ বলেন, আমরা এই স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবাকে সহজলভ্য করে তোলার করেছি।

জিও-র লক্ষ বছর শেষে প্রতিটি শহর 5G পরিষেবা পৌঁছানো

মুম্বই: রিলায়েন্স জিও আজ শিলিগুড়িতে তার True 5G পরিষেবা চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই ৭২টি শহর বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত নেটওয়ার্ক True 5G উপভোগ করছে।

শিলিগুড়িতে জিও ব্যবহার-কারীদের জিও স্বাগতম অফারে আমন্ত্রণ জানানো হবে। যাতে গ্রাহকরা আজ থেকেই কোনো অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই ১জিবিপিএস + গতিতে আনলিমিটেড ডেটা উপভোগ করতে পারেন। জিও-র লক্ষ হল ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের শেষে ভারতের প্রতিটি শহর ও তালুকে এই True 5G পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। লক্ষের বিষয়ে মন্তব্য করে, জিও-র একজন মুখপাত্র বলেন, আরো চারটি শহরে জিও-র True 5G লঞ্চ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

টাটা মোটর্সের এস ইভি'র ডেলিভারি শুরু হল

কলকাতা/শিলিগুড়ি: ভারতের বৃহত্তম কমার্সিয়াল ভেহিকেল নির্মাতা টাটা মোটর্স তাদের সম্পূর্ণ নতুন এস ইভি'র (Ace EV) ডেলিভারি প্রদান শুরু করল। এস ইভি হল ভারতের 'মোস্ট অ্যাডভান্সড', 'জিরো-এমিশন', 'ফোর-হুইল' 'স্মল কমার্সিয়াল ভেহিকেল' (এসসিভি)। প্রথম পর্যায়ে এস ইভি ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে অগ্রণী ই-কমার্স, এফএমসিজি ও ক্যারিয়ার কোম্পানি ও তাদের লজিস্টিক সার্ভিস প্রোভাইডারদের: অ্যামাজন, ডেলহিভারি (Delhivery), ডিএইচএল (এক্সপ্রেস ও সাপ্লাই চেইন), ফেডএক্স, ফ্লিপকার্ট, জনসন অ্যান্ড জনসন কনজিউমার হেলথ, মুভিং (Mo-EVing), সেফএক্সপ্রেস ও ট্রেন্ট লিমিটেড।

২০২২-এর মে মাসে লঞ্চ হওয়া নতুন এস ইভি হল এক ঝঞ্ঝাটমুক্ত ই-কার্গো মোবিলিটির সার্বিক সমাধান, যার সঙ্গে রয়েছে ৫ বছরের সুসংহত মেইনটেন্যান্স প্যাকেজ। এস ইভি'র কন্টেইনার তৈরি হয়েছে লাইটওয়েট, শক্তপোক্ত মেটেরিয়ালে যা ই-কমার্স লজিস্টিক্সের জন্য খুবই উপযোগী।

এআইএক্স কানেক্ট-এর ২১টি উইকলি ডাইরেক্ট ফ্লাইট

বাগডোগরা: এয়ার ইন্ডিয়ার সাবসিডিয়ারি এআইএক্স কানেক্ট গুজরাটের সুরাটের সঙ্গে বেঙ্গালুরু, দিল্লি, কলকাতার যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩ মার্চ থেকে ডেইলি ডারেক্ট ফ্লাইট চালু করতে চলেছে। এরফলে ভুবনেশ্বর, কোচি, গুয়াহাটি, গোয়া, হায়দ্রাবাদ, রাঁচি, বাগডোগরা, লক্ষ্ণৌ, চেন্নাই, জয়পুর, বিশাখাপত্তনম ও শ্রীনগরে যাওয়া সহজতর হবে। এই এয়ারলাইনের সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে সুরাটকে যুক্ত করা হল। উদ্বোধনী ভাড়ার হার এরকম: সুরাট-বেঙ্গালুরু ৪৪৯৯ টাকা, সুরাট-দিল্লি ৪২৯৯ টাকা ও সুরাট-কলকাতা ৫৪৯৯ টাকা। বুকিং করা যাবে এয়ারলাইনের ওয়েবসাইট (www.airasia.co.in), মোবাইল অ্যাপ ও অন্যান্য বুকিং চ্যানেলের মাধ্যমে। টাটা নেউপাস রিওয়ার্ডস (Tata NeuPass rewards) প্রোগ্রামের মেম্বারদের জন্য প্রতিটি বুকিংয়ে নেউকয়েন্স (NeuCoins) পাওয়ার সুযোগ থাকবে।

এয়ারএশিয়া ইন্ডিয়া সুরাটে যাতায়াতের জন্য ২১টি উইকলি ফ্লাইটও চালু করবে।

কোস্টা কফির ১০০ তম স্টোর দিল্লির খান মার্কেটে

কলকাতা: কোকা কোলার কফি ব্র্যান্ড 'কোস্টা কফি'র শততম স্টোর খোলা হয়েছে নতুন দিল্লির খান মার্কেটে। দেবযানী ইন্টান্যাশনাল লিমিটেডের সঙ্গে পার্টনারশিপে চালু হওয়া কোস্টা কফি ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় কফি ব্র্যান্ড, যার উপস্থিতি রয়েছে ৩০টি শহরে।

কফিপ্রেমীদের জন্য কোস্টা কফি তাদের কাফে ফুটপ্রিন্ট আরও ছড়িয়ে দিচ্ছে ভারতে – হাই স্ট্রিট, মল ও এয়ারপোর্টে। কোস্টা কফির উপস্থিতি আরও সম্প্রসারিত হতে থাকবে টিয়ার ১ ও টিয়ার ২ শহরগুলিতে, যেসব স্থানে কফির চাহিদা ক্রমবর্ধমান। পাণীয় হিসেবে কফির প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকার কারণে কোস্টা কফি নিজেদের সবথেকে বেশি জনপ্রিয় কফি ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। খান মার্কেটে খোলা ১০০তম আউটলেটটি কোস্টা কফির 'আর্টিস্টিক' ও 'ইনোভেটিভ ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কোস্টা কফির ফ্ল্যাট হোয়াইট, ক্লাসিক কর্টো, কাফে ক্যারামেলা ইত্যাদি সিগনেচার কফিগুলি তৈরি করা হয় স্থানীয়ভাবে সংগৃহিত কফি বিন থেকে।

সোনির নতুন স্মার্ট টেলিভিশন ব্রাভিয়া এক্স৭৫কে

কলকাতা: প্রিমিয়াম সেগমেন্টে সোনি নিয়ে এলো ব্রাভিয়া এক্স৭৫কে টেলিভিশন, যা শুধু চেহারাতেই অনন্য নয়, এই টিভি দেয় 'ট্রু-টু-লাইফ অডিয়ো-ভিস্যুয়াল এক্সপিরিয়েন্স'। সোনি ব্রাভিয়া এক্স৭৫কে লাইন-আপের টিভিতে রয়েছে এক্স১ পিকচার প্রসেসর। এই টিভিতে কালার একেবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে 'লাইভকালার' টেকনোলজির কারণে। '৪কে ভিউইং এক্সপিরিয়েন্স'কে আরও বাড়িয়ে দেয় এতে থাকা 'মোশনফ্লো এক্সআর'-সহ 'এক্স-রিয়ালিটি প্রো'।

ব্রাভিয়া এক্স৭৫কে টিভিতে আছে ডলবি অডিয়ো-সহ ২০ ওয়াটের 'পাওয়ারফুল সাউন্ড' ব্যবস্থার জন্য 'টুইন স্পিকার'। এই টিভিতে ব্যবহার করা হয়েছে উন্নত 'এক্স-প্রোটেকশন প্রো' টেকনোলজি। এর রিমোটও খুবই উন্নত মানের এবং ব্যবহার করা বেশ সহজ।

সোনি ইন্ডিয়ার ব্রাভিয়া এক্স৭৫কে সিরিজের টিভি পাওয়া যাচ্ছে ১০৮সেমি (৪৫) থেকে ১৬৫সেমি (৬৫) সাইজে। এই টিভি হল সোনির আল্ট্রা-এইচডি টেলিভিশন রেঞ্জের সর্বাধিক বিক্রিত টিভি।

কেডি-৪৩এক্স৭৫কে পাওয়া যাচ্ছে ৫০৯৯০ টাকায় ও কেডি-৫০এক্স৭৫কে ভেরিয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে ৬০৯৯০ টাকায়। এই মডেলগুলি পাওয়া যাবে সকল সোনি সেন্টার, প্রধান ইলেক্ট্রনিক স্টোর্স ও ই-কমার্স পোর্টাল থেকে। দেওয়ালেই থাকুক, বা স্ট্যান্ডে – এক্স৭৫কে টিভি থেকে গ্রাহকরা পাবেন মনোমুগ্ধকর অপূর্ব সাউন্ড।

কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার সময় ট্রেনের চলাচলে বিলম্বতা এড়াতে ভারতীয় রেলওয়ের পদক্ষেপ

মুম্বই: কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার সময় ট্রেন পরিচালনার জন্য সুরক্ষার স্তর বৃদ্ধি করতে ভারতীয় রেলওয়ে দেশের উত্তর ও পূর্ব অংশে কুয়াশার সময় ট্রেনের মসৃণ পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

লোকোমোটিভে ফগ ডিভাইসের ব্যবহারের পাশাপাশি কুয়াশা/দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সময় সর্বাধিক অনুমোদিত গতি ঘণ্টা প্রতি ৬০ কিলোমিটার থেকে ঘণ্টা প্রতি ৭৫ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কুয়াশার সময় কুয়াশা প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে চলাচল করা সমস্ত লোকোমোটিভে লোকো পাইলটদের বিশ্বস্ত ফগ সেফ ডিভাইস প্রদান করা হবে। লোকো পাইলটদের সতর্ক করতে ডিটোনেটরের স্থাপন নিশ্চিত করা হবে। ডিটোনেটিং সিগন্যাল, অন্যথা ডিটোনেটর অথবা ফগ সিগন্যাল হিসেবে পরিচিত যন্ত্রপাতিগুলি রেলে বসানো থাকে এবং যখন সেগুলির উপর দিয়ে ইঞ্জিন অতিক্রম করে, তখন সেগুলি চালকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শক্তিশালী শব্দ সৃষ্টি করে। সাইটিং বোর্ডগুলিতে ট্র্যাকের পাশাপাশি চুন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমস্ত সিগন্যাল সাইটিং বোর্ড, হুইসেল বোর্ড, ফগ সিগন্যাল পোস্ট ও দুর্ঘটনাপ্রবণ ব্যস্ত সংবেদনশীল ক্রসিং গেটগুলি রং করা হয়েছে এবং হুলদ/কালো লুমিনাস স্ট্রিপ প্রদান করা হয়েছে। পরিষ্কারভাবে দেখার জন্য কুয়াশার সিজন শুরু হওয়ার পূর্বেই পুনরায় রঙের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। ব্যস্ত লেভেল ক্রসিংগুলির লিফটিং ব্যারিয়ারে, যেখানে প্রয়োজন পড়বে, হলুদ/কালো লুমিনাস ইন্ডিকেশন স্ট্রিপ প্রদান করা হবে।

নতুন বিদ্যমান সিটিং কাম লাগেজ রেক (এসএলআর) গুলিতে ইতিমধ্যেই এলইডি ভিত্তিক ফ্লাশার টেইল লাইট স্থাপন করা হয়েছে, তাই লাল আলো দিয়ে স্থাপিত বিদ্যমান এসএলআরগুলি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এলইডি লাইট স্থাপন করা হয়েছে। পথে বর্ধিত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে রেলওয়ে নতুন/অতিরিক্ত ক্রু পরিবর্তনের স্থানগুলিতে পরিকাঠামো সৃষ্টি করতে পারে। একইসঙ্গে, লোকো/ক্রু/রেক লিংকগুলি কুয়াশার সময় পর্যালোচনা করা হবে। স্টেশনারি ডিউটিতে থাকা সব ক্রুদের (লোকো পাইলট/অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট) বিশেষভাবে কুয়াশার সময় ট্রেনে কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হবে।

কুয়াশার সময় লোকো পাইলটদের সমস্ত সাবধানতা পর্যবেক্ষণ করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুয়াশার সময় যদি লোকো পাইলট অনুভব করেন যে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, তাহলে তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অনুযায়ী গতিতে ট্রেন চালাতে পারবেন, যাতে কোনও ধরনের বাধার সম্মুখীন হলে কম সময়ের মধ্যে ট্রেন থামাতে পারেন, এই গতি কোনওভাবেই ঘণ্টা প্রতি ৭৫ কিলোমিটারের অধিক হতে পারবে না।

১০০% ভারতে তৈরি স্যামসাং এর প্রিমিয়াম রেফ্রিজারেটর

শিলিগুড়ি: ভারতের বৃহত্তম কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড স্যামসাং ২০২৩ সালের জন্য তার টপ-অফ-দ্য-লাইন, প্রিমিয়াম সাইড-বাই-সাইড রেফ্রিজারেটর রেঞ্জ লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে।

স্যামসাং-এর এই সাইড-বাই-সাইড রেফ্রিজারেটরের নতুন পরিসরটি ১০০% ভারতে তৈরি। যা ভারতীয় ভোক্তাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। চারটি বেস্পোক গ্লাস ফিনিশ কালার অপশন-গ্ল্যাম ডিপ চারকোল, ক্লিন হোয়াইট, ক্লিন নেভি এবং ক্লিন পিঙ্ক উপলব্ধ এই রেফ্রিজারেটরটির দাম ১,১৩,০০০ টাকা। সমস্ত নেতৃস্থানীয় অফলাইন এবং অনলাইন খুচরা বিক্রেতাদের কাছে এটি পাওয়া যাবে।

স্যামসাং-এর এই নতুন সাইড-বাই-সাইড রেফ্রিজারেটর রেঞ্জটি ফ্যামিলি হাব ৭.০ এর সাথে পাওয়া যাবে। যা গ্রাহকদের স্মার্ট থিংস অ্যাপের মাধ্যমে তাদের স্মার্ট ডিভাইসগুলি নিয়ন্ত্রণ করবে। নতুন লাইন-আপের sAI এনার্জি সেভিং মোড ওয়াই-ফাই ভিত্তিক মেশিন লার্নিং-এ কাজ করে যা ফ্রিজ এবং ফ্রিজারের তাপমাত্রাকে ১০% পর্যন্ত শক্তি সঞ্চয় করতে অপ্টিমাইজ করে।

অনূর্ধ্ব ১৮ রাজ্য ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল হুগলি ও বর্ধমান

পার্থ নিয়োগী: ইংরেজি বছরের শেষে অনূর্ধ্ব ১৮ রাজ্য ভলিবল প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল কোচবিহারে। অনেকদিন পর রাজ্যস্তরের বড় ধরনের কোন প্রতিযোগিতা আবার কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হল। স্বাভাবিকভাবেই অনূর্ধ্ব ১৮ রাজ্য ভলিবল প্রতিযোগিতা নিয়ে কোচবিহারে এবার তুমুল উন্মাদনা ছিল। বোঝা যায় দর্শকদের উপস্থিতি দেখে। গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহারে। মহিলা বিভাগের খেলা হয় কোচবিহার স্টেডিয়ামে আর ছেলেদের বিভাগের খেলা অনুষ্ঠিত হয় দিনহাটার সংহতি ময়দানে। ২৮ ডিসেম্বর কোচবিহার স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পুলিশ সুপার সুমিত কুমার, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত। অন্যদিকে দিনহাটা সংহতি ময়দানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। দু'বিভাগেই লিগ পর্যায়ের খেলার শেষে হয় নকআউট পর্যায়ের খেলা। কোচবিহার স্টেডিয়ামে মহিলা বিভাগে প্রথম সেমিফাইনালে হুগলি চন্দননগরকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কলকাতাকে পরাজিত করে উত্তর চব্বিশ পরগণা ফাইনালে ওঠে। অন্যদিকে দিনহাটার সংহতি ময়দানে ছেলেদের প্রথম সেমিফাইনালে বর্ধমান পরাজিত করে মেদিনীপুরকে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে হুগলি। ৩১ ডিসেম্বর ইংরেজি বছরের শেষদিনে অনুষ্ঠিত হয় ফাইনাল খেলা। কোচবিহার স্টেডিয়ামে মহিলাদের ফাইনালে হুগলি ২৫-১৭, ২৫-১২, ২৫-১৭ স্টেট সেটে উত্তর চব্বিশ পরগণাকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন হুগলির রানি ধারা। প্রতিযোগিতার সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন হুগলির সৃজিতা সিংহ রায়। বেস্ট লিবেরো হন হুগলির পিয়ালি হাইথ। মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেন পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, ডিএসএ-র সম্পাদক সুব্রত গুপ্ত, জেলাক্রীড়া সংস্থার ভলিবল সচিব জহর রায়।

অন্যদিকে দিনহাটার সংহতি ময়দানে ছেলেদের ফাইনালে বর্ধমান ২১-২৫, ২৫-১৮, ১৮-২৫, ২৫-১৮, ১৫-১১ ব্যবধানে পাঁচ সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর হুগলিকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। পুরস্কার তুলে দেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, দিনহাটার চেয়ারম্যান গৌরিশঙ্কর মাহেশ্বরী। তবে এত সুন্দরভাবে রাজ্য ভলিবলের আয়োজন করে সবার প্রশংসা আদায় করে নেয় কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা।

চার দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন মাথাভাঙা একাদশ

পার্থ নিয়োগী: ইংরেজি বর্ষশেষে চার দলীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। তাদের আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল মাথাভাঙা একাদশ। বছরের শেষদিনে জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনালে মাথাভাঙা একাদশের মুখোমুখি হয় আয়োজক জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। আর ফাইনালে মাথাভাঙা একাদশ প্রতিপক্ষ আয়োজক দলকে ৮ উইকেটে পরাজিত করে। প্রথমে মাথাভাঙা ব্যাট করে ১০ ওভারে ১১৩ রান করে। মাথাভাঙার অভিজিৎ দাস ৫০ রান করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জামালদহে ইনিংস ১০৫ রানে থেমে যায়। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন মাথাভাঙার অভিজিৎ দাস। আর প্রতিযোগিতার সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন মাথাভাঙার টোটন বর্মন।

আট দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন ধলপল গুডমর্নিং

বিশেষ সংবাদদাতা: ধলপল গুডমর্নিং ক্লাব আয়োজিত ৮ দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল ধলপল গুডমর্নিং টিম। ১ জানুয়ারি ফাইনালে তারা শামুকতলাকে ৪ উইকেটে পরাজিত করে। এদিন টসে জিতে ধলপল গুডমর্নিং টিম ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। শামুকতলা ১৬ ওভারে ৯ উইকেটে হারিয়েন ১১০ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ধলপল গুডমর্নিং টিম ১৫ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ১১১ রান তুলে নিয়ে জয়লাভ করে। প্রতিযোগিতার সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন প্রণব দে। গুডমর্নিং টিমকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফির পাশাপাশি ১৪ হাজার টাকা নগদ তুলে দেওয়া হয়। রানার্স শামুকতলা দলকে রানার্স ট্রফির পাশাপাশি নগদ ৭ সাত হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়।

চ্যাম্পিয়ন মাথাভাঙা আজাদ হিন্দ সংঘ

পার্থ নিয়োগী: গোসাইহাট রামকৃষ্ণ সংঘ আয়োজিত ৮ দলীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল মাথাভাঙা আজাদ হিন্দ সংঘ। ১ জানুয়ারি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মাথাভাঙা আজাদ হিন্দ সংঘ ১১৬ রানের বিশাল ব্যবধানে মাথাভাঙারই দাদাভাই একাদশকে পরাজিত করে। টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেট হারিয়ে আজাদ হিন্দ সংঘ ২০৩ রান তোলে। আজাদ হিন্দের ব্যাটসম্যান নাংকু ৪৬ রান ও বুম্বা দাস ৪৪ রান করেন। দাদাভাই এর রামপ্রসাদ ২৯ রানে পান ২ উইকেট। এরপর ব্যাট করতে নেমে দাদাভাই ১৩.২ ওভারে মাত্র ৮৭ রানে গুটিয়ে যায়। দাদাভাই এর সন্দীপ প্রসাদ ১৯ ও রবি সিং রাজপুত ১৬ রান করেন। আজাদ হিন্দের সায়ন চক্রবর্তী ৯ রানে পান ৪ উইকেট । ফাইনালের ম্যান অফ দি ম্যাচ নির্বাচিত হন আজাদ হিন্দের নাংকু। আর ম্যান অফ দি সিরিজ হন দাদাভাই এর রবি।

অনুষ্ঠিত হল ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

পার্থ নিয়োগী: গত ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর কোচবিহার নেতাজী সুভাষ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল দু'দিনের আন্তঃরাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। দুদিনে মোট ৫০ টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১০৫০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতাকে ঘিরে কোচবিহারের দর্শকদের মধ্যে ছিল প্রবল উৎসাহ। এই প্রতিযোগিতার আয়োজক ছিল সিসিনকাই সিতোরিউ ক্যারাটে ডু ফেডারেশন।

নাট্য সংঘের রোড রেস

পার্থ নিয়োগী: ৪ ডিসেম্বর কোচবিহার নাট্য সংঘের তরফে আয়োজন করা হয়েছিল নারায়ণ চন্দ্র ট্রফি অ্যাথলেটিক্স মিটের অন্যতম অঙ্গ ৫ কিলোমিটার রোড রেস। নাট্য সংঘ ক্লাবের সামনে থেকে শুরু হওয়া এই রোড রেসে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মোট ৬০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। মহিলা ও পুরুষ দুই বিভাগেই এই রোড রেস অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা বিভাগে প্রথম হন সার্জিনা খাতুন, দ্বিতীয় হন শুক্লা মোদক ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেন জ্যোতিকা ভৌমিক। অন্যদিকে দুলু সরকার পুরুষ বিভাগে প্রথম হন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন যথাক্রমে রুপন দেবনাথ ও আতোয়ার মিয়া। এই রোড রেসকে ঘিরে মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়বার মত।

কোচবিহার প্রেস ক্লাবের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে সাংবাদিকদের চার দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চাম্পিয়ন মেখলিগঞ্জ-মাথাভাঙ্গা।

সাইড স্ক্রিন ও স্কোরিং টাওয়ার বসল কোচবিহার স্টেডিয়ামে

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে গত ৭ জানুয়ারি কোচবিহার স্টেডিয়ামে বসানো হল দুইটি অত্যাধুনিক সাইডস্ক্রিন ও একটি স্কোরিং টাওয়ার। এখন থেকে এগুলোর সাহায্যে ক্রিকেট খেলা পরিচালনা করা হবে। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেন, 'এতদিন বাঁশের কাঠামো তৈরি করে সাইড স্ক্রিন ও স্কোরিং টাওয়ার এর কাজ চালান হত। তবে এখন থেকে অত্যাধুনিক ধাতব দিয়ে তৈরি করা এগুলি বসানো হল। এগুলোকে প্রয়োজন মত স্থানান্তরিত করা যাবে'। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই সিএবির তরফে ক্রিকেটের পিচ তৈরীর জন্য দেওয়া হয়েছিল অত্যাধুনিক রোলার এবং মাঠের ঘাস কাটবার অত্যাধুনিক যন্ত্র। সামগ্রিকভাবে এখন ক্রিকেট খেলা পরিচালনা করার অনেক সুবিধা হবে।

চার দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হলদিবাড়ি

বিশেষ সংবাদদাতা: প্রথমবার সিনিউজ ও লোটাস ক্লাব আয়োজন করেছিল চারদলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আর প্রথমবারই এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নিয়ে বিপুল সাড়া মিলল। প্রথম বছরেই চ্যাম্পিয়ন হল হলদিবাড়ি। গত ৬ জানুয়ারি কুচলিবাড়ির বিএসএফ হেলিপ্যাড ময়দানে ফাইনালে হলদিবাড়ি সুপার ওভারে জামালদহ ক্রিকেট সংস্থাকে পরাজিত করে। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে হলদিবাড়ি নির্ধারিত ১০ ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ৬৬ রান করে। হলদিবাড়ির হয়ে সুমন সর্বোচ্চ ১৩ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জামালদহ ১০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে সেই ৬৬ রান তোলে। দু'দলের রান সমান হওয়ায় ম্যাচ সুপার ওভারে গড়ায়। আর সুপার ওভারে হাড্ডাহাড়ি লড়াই এর পর শেষ পর্যন্ত হলদিবাড়ি জয় লাভ করে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করে। ফাইনালের সেরা হন হলদিবাড়ির রুমি। প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হন হলদিবাড়ির অর্ণব দাস।

রাজ্য মাস্টার্স মিটে সেরা কোচবিহার

পার্থ নিয়োগী: রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মাস্টার্স মিটে চ্যাম্পিয়ন হল এবারের আয়োজক কোচবিহার মাস্টার্স স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। কোচবিহার এমজেএন স্টেডিয়ামে এবার রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মাস্টার্স মিট অনুষ্ঠিত হয়। চ্যাম্পিয়ন কোচবিহারের সংগ্রহ ২৫৭ পয়েন্ট। দ্বিতীয় জলপাইগুড়ি মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন এর সংগ্রহ ১৩১ পয়েন্ট। তৃতীয় স্থান অর্জন করা শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন এর সংগ্রহ ৭০ পয়েন্ট। রাজ্যের ১৩০ জন প্রতিযোগী ৬৬ টি ইভেন্টে অংশ নেয় এই মিটে বলে জানা গেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96